শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোচিং-ব্যবসা গাইড বুক এবং ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন

-প্রফেসর ড. এম এরশাদুল বারী
ভাইস চ্যান্সেলর, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. এম এরশাদুল বারী একাধারে শিক্ষাবিদ ও আইন বিশেষজ্ঞ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক ডীন এবং বর্তমানে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসির দায়িত্ব পালন করছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকাস্থ অফিসে ভিসি ড. এম এরশাদুল বারী ইনকিলাবকে দেয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে নানা কথা বলেছেন। তিনি কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন করে জাতীয় শিক্ষানীতিমালা প্রণয়ন, শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে দেশের কোচিং সেন্টার, গাইড বুক বন্ধ করার জন্য জোরালো দাবী জানিয়েছেন। তিনি জাতীয় রাজনীতির লেজুরবৃত্তি করা ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষেও খোলামেলা কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন উমর ফারুক আল হাদী।

ইনকিলাব ঃ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার মতামত কি? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কি জাতীয় উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখছে। জাতীয় উন্নয়নের জন্য আমাদের শিক্ষানীতি কেমন হওয়া উচিত?

এরশাদুল বারী ঃ আমাদের বর্তমান যে শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে আমাদের জাতীয় জীবনের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে যে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নতি করছি এটা বলা যাবে না। কারণ, অন্যান্য দিক আমাদের সংবিধান লক্ষ্য করি তবে দেখা যায় যে, আমাদের শিক্ষাকে অর্থাৎ শিক্ষানীতিকে জাতীয় প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি বা শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ তা অবশ্যই বিশেষভাবে বিবেচনার দাবী রাখে। কেননা আমাদের সংবিধানের আর্টিক্যাল ১৭-তে বলা হচ্ছে যে, সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য এবং সেই প্রয়োজনের চাহিদা মিটাতে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা পূরণের নাগরিক সৃষ্টি করা আমাদের শিক্ষানীতির একটি লক্ষ্য হতে হবে। তবে আমার মনে হয়, আমরা এ পর্যন্ত আমাদের দেশের জন্য কোন ধরনের জনশক্তি প্রয়োজন বা কোন ধরনের শিক্ষাকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে এ ব্যাপারে আমরা কোন সুষ্ঠ নীতিমালা প্রণয়ন করতে বাস্তবায়ন করতে আজও সক্ষম হইনি। আমরা কি কারিগরি শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব দেব, না কি কৃষি শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব দেব, নাকি সাধারণ শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেব, নাকি বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেব- এসব বিষয়ে আজও আমরা কোন সঠিক বা স্পষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করতে পারিনি। যার জন্য আমরা লক্ষ্য করছি, আমাদের ছেলে-মেয়েরা যারা এমএ পাস করছে বা অন্য সাবজেক্টে মাস্টার্স করছে। তারা তাদের বিষয় বা শিক্ষাটুকুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ক্ষেত্রে চাকরি না পেয়ে তাদেরকে অসঙ্গতিপূর্ণ স্থানে চাকরি করতে হচ্ছে। এতে করে চাকরিক্ষেত্রে তাদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এতে করে মেধার বিরাট অপচয় হচ্ছে। পেশার সাথে শিক্ষা জীবনের বিষয়ে কোন সম্পর্কই হয়তো নেই। দেখা যাচ্ছে বিবিএ করে বা কেমিস্ট্রিতে বা পদার্থে পড়াশুনা করে যে উচ্চ শিক্ষাগুলো করল তার সাথে কোন সম্পর্কযুক্ত চাকরি পাচ্ছে না। সে কারণেই আমাদের একটি সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষানীতির প্রয়োজন। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, বাংলাদেশে বেশ কয়টি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরও ড. বারীর নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। এই কমিশন দীর্ঘমেয়াদি এবং স্বল্পমেয়াদি কয়েকটি প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও আরো কয়েকটি কমিশন হয়েছে। কিন্তু এসব কমিশনের প্রস্তাব আদৌ বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এই যে এত কষ্ট করে মেধা ও শ্রম দিয়ে কমিশন প্রস্তাব পেশ করেন তা কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে? কমিটি বা কমিশন গঠন করা বা নিয়োগ করা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে তাদের যে সুপারিশমালা সেগুলো বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবায়ন করাই হল বড় কথা।

ইনকিলাব ঃ বিভিন্ন সময়ে গঠিত কমিশনের প্রস্তাবের একটিও বাস্তবায়ন হল না। এর পিছনে কি কারণ থাকতে পারে?

এরশাদুল বারী ঃ এসব কেন বাস্তবায়িত হচ্ছে না তার পিছনে বহুবিধ কারণ হয়তো থাকতে পারে। তবে এই ব্যর্থতার দায়ভার আমাদের সবারই কমবেশী আছে। কিংবা আমরা যারা এর সাথে সম্পৃক্ত তারা হয়তো এতটা কমিটেড নই। এটা হয়তো অন্য কারণেও হতে পারে। তবে বর্তমানে আমি যেটা লক্ষ্য করেছি, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ইতোমধ্যেই অনেকগুলো প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে। আমাদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নত ও মানসম্পন্ন শিক্ষার লক্ষ্যে এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কেও আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় যে, বর্তমান সরকারের হাতে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হবে এবং বারী কমিশনের প্রস্তাবও হয়তো কার্যকর করা হবে বলে আশা করা যায়।

ইনকিলাব ঃ সরকার বারী কমিশনের প্রস্তাবেমত নীতিমালা প্রণয়ন করে যদি এটা বাস্তবায়ন করে তবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কি পরিবর্তন ঘটতে পারে?

এরশাদুল বারী ঃ আসলে এই রিপোর্টে প্রতিটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষার সর্বস্তরেই টাচ করা হয়েছে। যেমন সেকেন্ডারি স্কুলের ম্যানেজমেন্ট, শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ, কোচিং সেন্টার বন্ধ করা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তিনি নিয়োগ পর্যন্ত সবকিছুই এই বারী কমিশনের রিপোর্টে রয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রের দুর্নীতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সন্ত্রাস প্রতিরোধ বা বন্ধ করা সবই আছে। আমি মনে করি, যদি এটা বাস্তবায়ন করা হয় তবে অনেক উন্নতি ঘটবে। আমি এই কমিশনের একজন সদস্য ছিলাম। এ বিষয়ে সবকিছুই আমার জানা আছে। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যা করার প্রয়োজন সে লক্ষ্য নিয়েই আমরা এই রিপোর্ট তৈরী করেছি। এখানে আমাদের চিন্তা-ভাবনা ব্যাপকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই কমিশনে বেশকিছু বিশেষজ্ঞ ছিলেন, সিনিয়র টিচারসও ছিলেন। ফলে এই রিপোর্টে অনেকগুলো লেকেন্স সুচিন্তিত মতামতের প্রতিফলন ঘটেছে। আমি মনে করি, এটা বাস্তবায়িত হলে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য বা যে সমস্যা তা প্রতিরোধের জন্য এই শিক্ষানীতি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হবে।

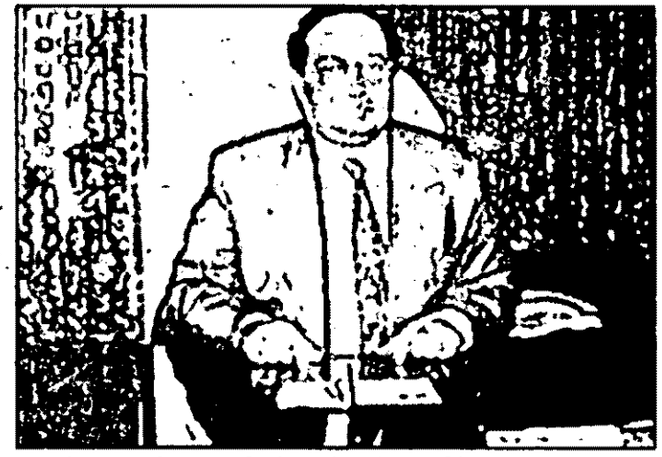

ইনকিলাব ঃ আপনি বলছেন, বারী কমিশনের রিপোর্টে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার জন্য সুপারিশ রয়েছে। আপনি কি মনে করেন ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত?

এরশাদুল বারী ঃ প্রথম কথা হল, আমাদের প্রথমে ভাবতে হবে ছাত্রদের প্রধান কাজটা কি। আমি মনে করি, ছাত্রদের প্রধান কাজ হল অধ্যয়ন। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও অন্যান্য পেশাগত কাজে হয়তো জড়িত থাকতে পারে। কিন্তু ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে লেখাপড়া করতে এসে নোংরা রাজনীতির ঘেরাকলে পড়ুক তা কোন সচেতন নাগরিক বা অভিভাবকের কাম্য নয়। ছাত্ররা নানা ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে। যেসব সমস্যা তাদের শিক্ষা জীবনের সাথে জড়িত, হতে পারে জনজীবনের সমস্যা, ডিপার্টমেন্টের সমস্যা, লাইব্রেরী সমস্যা বা শিক্ষা ক্ষেত্রের অন্যান্য সমস্যা। শিক্ষার সাথে জড়িত শিক্ষার্থীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন সমস্যা সমাধানের জন্য হয়তো কোন একটা সময়ে ছাত্ররা সোচ্চার হতে পারে। কিন্তু পড়াশোনা করতে এসে জাতীয় রাজনীতিতে ছাত্ররা পড়বে এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমি মনে করি, এটা কোন সচেতন নাগরিক, অভিভাবক ও শিক্ষক কোন অবস্থানেই প্রাণঘাতী ছাত্র রাজনীতি পছন্দ করেন না। তবে হ্যাঁ, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য বা তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার জন্য অধিকার বঞ্চিত হওয়ার পরে সুষ্ঠু সমাধানের জন্য হয়তো কথা বলতে পারে। এসব বিষয়ে তাদের বক্তব্য থাকতে পারে। তারপরেও আমি বলতে চাই, ছাত্ররা যদি রাজনীতি করতেই চায় তবে সেটা কোন শিক্ষাঙ্গনে নয়। শিক্ষাঙ্গনের বাইরে গিয়ে হয়তো করতে পারে।

ইনকিলাব ঃ কোন রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তি রাজনীতিতে ছাত্রদের জড়িয়ে পড়া কি উচিত? জাতীয় রাজনীতির মতামত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির নামে সন্ত্রাস হবে এটা তো কারও কাম্য হতে পারে না। ছাত্র রাজনীতির কারণে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘাত, সংঘর্ষ হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজটের সৃষ্টি হয় তবে ক্ষতিটা তো সবচেয়ে বেশী হবে ছাত্রদের। আর একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, পূর্বে বলা হত যে বিভিন্ন আন্দোলনের জন্য বা ক্ষমতায় যাবার জন্য বা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ছাত্ররাই মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু আমার মনে হয় বর্তমানে তেমনটি আর নেই। গত নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ২০০১ সালের নির্বাচনে কিন্তু মূল চালিকাশক্তি ছাত্ররা ছিল না। বরং জনগণই ছিলেন মূল শক্তি। সুতরাং আমি বলব, দেশ ও জাতীয় স্বার্থে এবং ছাত্রদের স্বার্থেই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা উচিত। ছাত্র নামধারী কিছুসংখ্যক বিপথগামী যুবকের হাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জিম্মি হবে এটা কি কেউ চাইবেন? কিছুসংখ্যক চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীর কারণে গোটা ছাত্র সমাজ কেন ক্ষতিগ্রস্ত হবে?

ইনকিলাব ঃ সম্প্রতি দেশের কোচিং সেন্টারগুলোকে শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অনেকেই বলছেন কোচিং সেন্টার বন্ধ করে দিতে হবে। আপনি কি মনে করেন?

এরশাদুল বারী ঃ হ্যাঁ, কোচিং সেন্টারগুলো সত্যিই শিক্ষার মান ধ্বংস করে চলেছে, ছাত্র-ছাত্রীদের অলস করে দিচ্ছে। আর শিক্ষার নামে ব্যবসা-বাণিজ্য করে যাচ্ছে। আমরা যদি লেখাপড়া করতাম তখন কিন্তু এ ধরনের কোচিং সেন্টার ছিল না। এমনকি কোন ধরনের নোটবুক বা গাইড বুকও ছিল না। তখন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে খুব পরিশ্রম করে পড়া তৈরী করতে হত। কিন্তু এখনতো শিক্ষার্থীরা আগের মত আর মেইন বইপত্র পড়ে না। প্রাইভেট পড়া আর কোচিং সেন্টারের তৈরী করা প্রশ্ন সীমিত আকারে শিক্ষা করেই বসে থাকে। আমি যেটা জানি নিজে নিজে পড়া তৈরী করলে এবং নিজে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে শিখে শিখলে যে জ্ঞান অর্জন করা যাবে অন্যভাবে তা হয় না। আমি মনে করি, এই কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে লেখাপড়ার বিষয়টি আমাদের জন্য একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। সবচেয়ে বিপজ্জনক হল, যারা কোচিং সেন্টারে পাঠদান করেন তারা তো কোন না কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। দেখা গেছে, এসব শিক্ষক যারা কোচিং সেন্টারের সাথে সম্পৃক্ত তারা সকল নিয়মনীতি লংঘন করে ক্লাসের পাঠদান ফাঁকি দিয়ে নিজেদের কোচিং ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত। দেখা গেছে যদি কোন ছাত্র-ছাত্রী তাদের কোচিং সেন্টারে প্রাইভেট না পড়ে তবে স্কুলের পরীক্ষায় তাদের নম্বর ইচ্ছাকৃতভাবে কম দেয়া হয়। এই যে ব্যবসায়ী চিন্তা-ভাবনার জন্য দুর্নীতি- এটা বন্ধ করতে হলে কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট পড়ানো অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। আমি মনে করি, কোচিং সেন্টার আর নোটবুক ও গাইড বুকের দৌরাত্মে দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার বিকাশ ঘটছে না। তাই জাতির প্রয়োজনেই এগুলো বন্ধ করতে হবে। কোচিং ব্যবসা, গাইড ও নোটবুক এবং নকল প্রবণতা বন্ধ করে দিতে হবে কঠোরভাবে। এ ব্যাপারে কঠিন আইন করে তা যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে।

ইনকিলাব ঃ বর্তমানে দেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

এরশাদুল বারী ঃ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অধিকাংশই ব্যবসা কেন্দ্রিক। লেখাপড়ার মান উন্নয়নে এবং দক্ষ জনশক্তি গঠনে এসব বিশ্ববিদ্যালয় তেমন ভূমিকা রাখতে পারেনি। বর্তমানে সরকার ৪১টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। প্রায় ৩৭/৩৮টার মত ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্পর্কে আমার ধারণা ভাল নয়। আমি ভাল করেই জানি হাতেগোনা তিন/চারটি ছাড়া বাকিগুলোর লেখাপড়ার মান ভাল নয়। কারণ হল এগুলোতে অভিজ্ঞ এবং মেধাবী ভাল শিক্ষক নেই। এমনকি শিক্ষার্থীদের জন্য লাইব্রেরীর বইপত্র ও আনুষঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ নেই। শুধু তাই নয়, দেখা গেছে অনেকগুলোতে বসার উপযুক্ত জায়গা পর্যন্ত নেই, শুধু কয়েকটি রুম ভাড়া করেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এসব বিষয় কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। সরকারকে এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

ইনকিলাব ঃ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লেখাপড়ার গুণগতমান নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে কি?

এরশাদুল বারী ঃ আমিতো পূর্বেই বলেছি, যে হারে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গজিয়ে উঠছে সেই হারে লেখাপড়ার মান কিন্তু উন্নত হয়নি। অবশ্য ৩/৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আলাদা। সবচেয়ে বড় কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান উন্নয়নের পাশাপাশি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করা উচিত। শুধু কয়টি রুম ভাড়া করে কয়জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েই একটি সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ হতে পারে না। দেখা গেছে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ধানমন্ডি, জিগাতলা এবং বনানী প্রতিবছরই অবাধে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড লাগানো হচ্ছে। কোন ক্যাম্পাস ছাড়া কি বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে? হওয়া কি উচিত? এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবজেক্টগুলো কি কি? আপনি দেখবেন, কম্পিউটার সায়েন্স, বিবিএ, এমবিএ, এগুলো থাকবেই। যা হোক, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বাড়াতে হবে। এতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমার কথা হল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কনসেপ্টটা কি হবে? বিশেষ করে একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হলে যেসব শর্ত জড়িত রয়েছে সেসব শর্ত অতি অবশ্যই পালন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ভাল করে যাচাই-বাছাই করতে হবে যে শর্তগুলো যথাযথভাবে পূরণ করা হচ্ছে কি-না। আর শিক্ষার মান উন্নয়নের যে কথা বলা হচ্ছে, তার জন্য যেমন বিশেষজ্ঞ মেধাবী ভাল শিক্ষকের প্রয়োজন তেমনি ভাল শিক্ষার্থীরও প্রয়োজন রয়েছে। আর বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে হিড়িক পড়েছে তা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। আমার মনে হয় এসব ব্যাপারে সরকারকে আরো সতর্ক হতে হবে এবং কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

ইনকিলাব ঃ আপনি বলছেন শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকের পাশাপাশি মেধাবী শিক্ষার্থীরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমরা দেখছি প্রতিবছরই মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বড় অংশ উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেকেই শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ছে।

এরশাদুল বারী ঃ হ্যাঁ, এটা অবশ্য ঠিক। তবে এটা একটা সমস্যা নয়। কারণ মেধাবীরা কোন না কোন প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। আর একটা কথা হল যে, শিক্ষা মানব অধিকার। এটি কিন্তু কোন মৌলিক অধিকার নয়। আমি আবার বলছি শিক্ষা মানবাধিকার। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা মানবাধিকার নয়। প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা এগুলো মানবাধিকার। আর এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত অনেক সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে বটে। তবে এটা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা এটা আমাদের ১৯৪৮ সালের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় বলা হয়েছে, 'উচ্চ শিক্ষাটা মেধার ভিত্তিতে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।' তবে এটাও সত্য পর্যাপ্ত উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান না থাকায় যেসব মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা থেকে ঝরে যায় তাদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য এমনও দেখা গেছে যে, অনেক

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 31 MAR 2003